R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা ও ৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
১৭ই ও ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

ভুতুড়ে বিল ও কানেকসনে রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোনে নৈরাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরে টেলিফোন ব্যবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটায় শতাধিক টেলিফোন গ্রাহক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ক্রশ কানেকসন ও ভূতুড়ে টেলিফোন বিল সম্পর্কে ভূরি ভূরি অভিযোগ মিলেছে। সমস্ত অভিযোগ পেয়েও রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং বহরমপুর এ্যাকাউন্টস্ অফিস পুরোপুরি নিষ্ক্রীয়। রঘুনাথগঞ্জ এক্সচেঞ্জের কর্ত্তা টি আই সাহেবকে টেলিফোন গ্রাহকেরা বহু খোঁজ করেও পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জটিকে গত বছর নতুন বোর্ড লাগিয়ে ক্ষমতাবান করে তুলে বহু নতুন লাইন সংযোগ করা হয়। পাঠানো হয় নতুন টেলিফোন হ্যাণ্ড। ১১ জন কর্মীর জায়গায় ১৩ জনকে এক্সচেঞ্জে পাঠানো হয়। তবু দীর্ঘদিন ধরে ক্রশ কানেকশনের ভূত ছাড়ানো যাচ্ছে না। ফলে রাতদিন টেলিফোনের রিং বেজে চলেছে গ্রাহকদের ঘরে। এই অবস্থা থেকে সাংবাদিকরাও রেহাই পাননি। এই ঠেলা সামলাতে যখন গ্রাহকেরা অস্থির, ঠিক তখনই বহরমপুর এ্যাকাউন্টস্ অফিস থেকে নিত্য নতুন ভূতুড়ে বিল পাচ্ছেন তারা। টেলিফোনের জনৈক মুখপাত্র জানান, রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলকাতা দূরত্বের ভিত্তিতে সাধারণ ৩ মিনিটের জন্য ট্রাঙ্ককল চার্জ নির্দিষ্ট করা আছে। ৬ মিনিটে চার্জ হবে দ্বিগুণ। রাত্রে অর্থাৎ সন্ধ্যে ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এই চার্জ দাঁড়াবে অর্ধেকে। গ্রাহকদের অভিযোগ, এ্যাকাউন্টস্ অফিস

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রামে গ্রামে বুভুক্ষা, সাগরদীঘিতে অনাহারে ৩ জনের মৃত্যু

বিশেষ সংবাদদাতা : খরার সর্বনাশা প্রকোপের পর ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে সাগরদীঘির লক্ষাধিক মানুষ। ধানী মরশুমেও প্রায় বিশ হাজার মানুষ রুজিহীন হয়ে পড়ায় অর্দ্ধাহার ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। চালের দর ৩ টাকা ছাড়িয়েছে। তাও ঠিকমত মিলছে না। গুগলি, শাক-পাতারও আকাল পড়েছে গ্রামে গ্রামে। পুকুরগুলির অধিকাংশই জলশূন্য। রেশনে চাল বন্ধ। খাবারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছেন কয়েক হাজার মানুষ গ্রামান্তরে। বর্ধমানে গিয়েও কাজ না জোটায় ফিরে এসেছেন বহু মজুর। থালা, বাটি, ছাগল যা ছিল তাই বেচে চালিয়েছেন এতদিন। এখন তিলে তিলে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন তারা। অনাহারে ইতিমধ্যে বালিয়া অঞ্চলে ৩ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। এদের মধ্যে দু'জন আদিবাসী। এরা হোলেন ঈশ্বরবাটি গ্রামের কারিয়া টুডু (৬০) এবং তার সপ্তদশী কন্যা। অন্য মৃত ব্যক্তির নাম

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধানের আচরণে পার্টিও চিন্তিত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বহু কুকর্মের দায়ে অভিযুক্ত রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভয়পদ পাণ্ডেকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম দল থেকে সম্ভবতঃ আর মনোনয়ন দেওয়া হবে না। পার্টি সূত্রে এরকম আভাস মিলেছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ভুক্ত গ্রামগুলিতে ঐ প্রধানের দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক প্রচার শুরু হওয়ায় পার্টির নেতারা চিন্তিত। ঐ প্রধানের কাজ-কর্মের দরুণ দলকে 'সাফার' করতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরশহর ধুলিয়ানের সামগ্রিক উন্নয়নে চাই মাষ্টার প্ল্যান

নন্দলাল সরকার : ধুলিয়ান একটি শহর। ফরাক্কা নগরীর গা ঘেঁসে ওঠা এই শহরের পত্তন সে প্রায় তিন দশক আগে। মুরশিদাবাদের ৭টি পৌরসভার মধ্যে একটি এই ধুলিয়ান শহরকে ঘিরে। ১৪টি ওয়ার্ডে '৮১র গণনায় লোকসংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার। যত দিন গেছে তত বসতি বেড়েছে। গড়ে উঠেছে নিত্য নতুন বাণিজ্য। দৈনিক প্রায় বিশ থেকে ত্রিরিশ লক্ষ টাকার লেন দেন হয় সেই বাণিজ্যে। সরকারী কোষাগারে জমা হয় হাজার হাজার, টাকার ট্যাক্সো। তবু জঙ্গিপুর মহকুমার উল্লেখযোগ্য এই শহরটির উন্নয়নের দিকে কারও নজর নেই। না কংগ্রেসের না বামফ্রন্টের। শহরের স্বাচ্ছন্দ্য নেই অথচ পুরসভা কর আদায়ে সিদ্ধহস্ত। ধুলিয়ান থেকে বিভিন্ন জায়গায় বাসযাত্রা মোটেই আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। এক একটি বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে যাত্রীদের যেতে হয়। মহিলা, শিশুদের বাসযাত্রা রাতিমত ভীতিপ্রদ ব্যাপার। সমস্যা পানীয় জলের। গরমের সময় এ শহরে চলে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট। হকারদের রাস্তা অবরোধ জনজীবনকে বিষময় করে তুলেছে। শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এমন অনেক কিছুই এখনও গড়ে উঠেনি। পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটি পুরনো শহরের মত ধুলিয়ানের পুরসভাটিও এ ব্যাপারে নিষ্ক্রীয়। অধিকাংশ রাস্তা পাকা হয়নি। রাস্তাঘাট নিয়মিত সাফ হয় না বলে জনগণের অভিযোগ লেগেই আছে। কিন্তু তার চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ড্রেনের আর সারভিস ল্যাটরিন-এর। প্রতিটি বাড়ীর সামনে দিয়ে বয়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিডিও বেকায়দায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম প্রধান অভয়পদ পাণ্ডেকে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে কারণ দর্শাবার নোটিশ দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ—১ ব্লকের বিডিও নিখিল-রঞ্জন মণ্ডল বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বহরমপুরে জেলা শাসক প্রসাদরঞ্জন রায়ের কাছে সি পি এম নেতারা ক্ষমতার অপব্যবহারের অভি-যোগ এনেছেন। সি পি এমের এক নেতার বক্তব্য, পঞ্চায়েতের ২১২ ধারা আইন অনুসারে বিডিও'রা নাকি প্রধানের কোন কাজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন না। রঘুনাথগঞ্জের বিডিও নিখিলবাবু তাই করেছেন। প্রধানের খাতাপত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে বিডিও গত অডিটের সময় তা পাস না করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। এতদিন পরে তা নিয়ে হৈ চৈ করছেন ঐ নেতার অভিযোগ, শ্রীমণ্ডল কংগ্রেসের এক এম এল এ ও নেতার সঙ্গে সম্প্রতি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন। ঐ বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই বৈঠকের খবরে সি পি এম নেতারা চটেছেন।

পুরসভা নিয়ে জল্পনা

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় সি পি এম বোর্ডের পতন কি আসন্ন? রাজনৈতিক মহলে ফের এ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। সি পি এম মহল অবশ্য 'বোর্ডের ভাঙ্গন আসন্ন' এ খবর উড়িয়ে দিয়েছেন। পুর বোর্ডের কাজকর্মে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সমর্থক কিছু কিছু কমিশনার অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনার শুরু। দু'জন কমিশনার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দল বোর্ড টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তা ধামাচাপা দিয়ে রেখেছেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১ ও ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৯ সাল

॥ সম্ভব নয় ॥

একদিকে সিপিএমের দুর্নীতি, দলবাজী ও মনসবদারী রোধ করিবার জন্য বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক আর এস পি-র উদাত্ত আহ্বান, অন্যদিকে তদন্তের পরও সি পি এম প্রধানের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বি ডি ও র দ্বিধা—আমাদের পত্রিকার ১০ই নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত দুইটি প্রতিবেদন উপরিলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আলোকপাত করিয়াছে।

প্রথমটিতে সি পি এম এর বিরুদ্ধে আর এস পি-র তীব্র বিষোদ্গার। ইহা এমন নূতন কিছু নয়। যে কোন দল যে কোন দলের মুণ্ডপাত করিতে নানা কথা বলিতে পারেন। তবে সব ক্ষেত্রে যে স্বকপোলকল্পিত অভিযোগ হয়, তাহা নয়। বহু বাস্তব সত্য থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে যে দুর্নীতি, দলবাজী, মনসবদারী প্রভৃতি কথা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্বস্তরের মানুষকে ভাবিয়া দেখিতে ও বুঝিতে হইবে। আর এস পি বক্তারা এই জন্য গ্রামের মানুষদের আহ্বান জানাইয়াছেন। হয়ত গ্রামীণ এলাকার অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলিতে দুর্নীতি-দলবাজী বেশী দানা বাঁধিয়াছে বলিয়াই এইরূপ আহ্বান।

দুর্নীতি কুত্রাপি নাই এমত বলা যায় না। উপরি উল্লেখিত দ্বিতীয় প্রতিবেদনের মধ্যে তাহারই আভাষ পাওয়া গিয়াছে। রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, যিনি কংগ্রেস-দলত্যাগী-অধুনা সি পি এম, সরকারী টাকা খরচের উপযুক্ত হিসাবপত্র দাখিল করিয়া বি ডি ও কে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। উক্ত প্রধানকে ২০৩ (৩) পি এস তাং ১৭-৯-৮২ নং পত্রে বি ডি ও শো-কজ করেন। তাহাতে উল্লেখ করা হয় যে, রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে নলকূপ খরিদ করা ও বসানর কোন ষ্টক বই নাই এবং এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উক্ত প্রধান দাখিল করিতে পারেন নাই। গত ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে প্রধানের উত্তর দেওয়ার কথা, ন নিশ্চয়ই দিয়াছেন তবে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বি ডি ও র সিদ্ধান্ত জনগণ অদ্যাপি জানেন না। পুলিশের কাছে বি ডি ও যদি অভিযোগ দায়ের না করেন, তবে বিধিমত ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক কারসাজি যাহা থাকা উচিত নয় যদি এক্ষেত্রে থাকে, তবে প্রধানের দুর্নীতি যাহার সম্বন্ধে অভিযোগ, প্রকাশ্যে আসাও সম্ভব নয় এবং প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভব নয়। সুতরাং 'সম্ভব নয়' কিভাবে সম্ভব হয়, দেখার বিষয়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ডাকাতি ঃ সংবাদপত্র ও পুলিশ

আপনার পত্রিকায় কয়েক মাস যাবৎ দেখছি সাগরদীঘি থানায় ২৪৯টি গ্রামে প্রায় প্রতি রাত্রেই ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে। মহকুমায় কেবলমাত্র আপনার সংবাদপত্রেই এ খবর বেরুচ্ছে। অন্য সব সংবাদ পত্রের নীরবতা রহস্যজনক এবং লজ্জাজনক। হয়ত তারা পুলিশের বিরুদ্ধে সমালোচনায় ভীত। আমার প্রশ্ন, এত ডাকাতি কেন হচ্ছে? কেনইবা ডাকাত দলকে ধরা যাচ্ছে না? এত ডাকাতি সত্ত্বেও কেন রাজনৈতিক নেতারা চুপচাপ? মুখ বুঁজে বাড়িতে মা বোনেদের উপর অত্যাচার আর কতদিন আমরা সহ্য করব? আজ এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, ডাকাত প্রতিরোধে গ্রামের যুবকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। শুনেছি রাত্রে বিভিন্ন গ্রামে পুলিশ ও হোমগার্ড পাহারা পাঠানো হয়। অধিকাংশ সময় তারা গ্রামে যান না। জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও নাকি খুব কড়া লোক। তিনি রাত্রে গ্রামে যান কি? গিয়ে দেখুন না আসল অবস্থাটা কি?

জনৈক যুবক
বালিয়া (মুর্শিদাবাদ)

শ্রমজীবি সম্মেলন

গত ২১ নভেম্বর ফরাক্কা ব্যারেজ উপনগরীতে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েসনের নব নির্বাচিত কার্যাকরী সমিতির কর্মকর্তাগণের একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সভাপতি ডাঃ অজিত মৈত্র। সহ সভাপতি শ্রীষষ্ঠিচরণ ঘোষসহ অনেকেই এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ব্যারেজ কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়। এছাড়া এই প্রকল্পের কর্ম্মচারীগণের উপর সরকারী কর্তৃপক্ষের শ্রমিক বিরোধী, অগণতান্ত্রিক ও অসংযত জুলুমবাজির অবসানকল্পে এতদঞ্চলের সমস্ত শ্রেণীর শ্রমজীবিগণের একটি সম্মেলন যত শীঘ্র সম্ভব আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদুদ্দেশ্যে শ্রীষষ্ঠিচরণ ঘোষকে আহ্বায়ক করে একটি ছোট প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

মহাকাশ যুগে শম্বুক গতি

দুর্ম্মুখ

আলেকজেণ্ডারের সেই ঐতিহাসিক উক্তি দিয়েই শুরু করছি—"সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।" এ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, ভাবতে গেলে ঐ উক্তিটিই বারবার মানস পথে উদিত হয়। সারা জগত আজ দ্রুততার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। আকাশ যানে আলোকের চেয়েও দ্রুততা। মহাকাশে দ্রুতগতি যান গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণরত। আর সেই দ্রুততার যুগে ভারতবর্ষের যোগাযোগ বিভাগে ডাক চলাচলের গতি কাছিম তো দূরের কথা শামুককেও হার মানিয়েছে। টেলিগ্রাম বা তার বলে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা সন্দেহ জাগে। আত্মীয়-স্বজনের অন্তিম সময়ের ট্রিপল এক্স তারও প্রাপকের হাতে পৌঁছায় সেই আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে বুকে যাওয়ার পর। চিঠি তো প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগকেও হার মানায়। বালি থেকে বালিয়া যেতে যদিন লাগে তাতে নদীর বালির সংখ্যা গুনে ফেলা যায়। কলকাতা থেকে ফালাকাটা পৌঁছাতে পৌঁছাতে শ্রাদ্ধ শান্তি কেনাকাটা মানুষের কাঁদাকাটা সব শেষ হয়ে যায়। এ এক [illegible]হনীয় অবস্থা। সাধারণ মানুষের যা কিছু [illegible]ক্রোশ আগুন হয়ে ঝরে পড়ে বেচারী অসহায় কর্ম্মচারীদের ঘাড়ে। তারা তো বলির পাঁঠা। উৎসর্গ করা আছে খাঁড়ার ঘা দিতেই বাকি। কারণ অনুসন্ধানের ধৈর্য্যই বা কার আছে? কেই বা ভাবে কারণের কথা? সাধারণ মানুষ একবাক্যে রায় দেয় যত দোষ কর্ম্মচারীদের। কিন্তু সত্যই কি তাই। এ সম্বন্ধে দেশের বড় বড় সংবাদ পত্র, চিন্তাশীল ব্যক্তি সকলেই কিন্তু নির্বিকার। কারণ কিন্তু খুব পরিষ্কার। বর্তমানে যান্ত্রিক যুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে এ দেশের ধনিক শ্রেণীও চাইছেন শ্রমিক শক্তির বদলে যন্ত্র শক্তির উপর নির্ভর করতে। কিন্তু যে দেশে বেকারত্ব দূরীকরণের ব্যবস্থা একেবারেই সেকেলে, যে দেশে আজও গড়ে উঠেনি প্রয়োজন মত কল-কারখানা, যে দেশে আজও সবচেয়ে কম দামে কেনা যায় শ্রমজীবী মানুষের শ্রম, সে দেশে যান্ত্রিক পদ্ধতি চালাতে খরচা বেশী হবেই এটা স্বাভাবিক। তারপর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে তা বিভাজিত হবে কিভাবে। অতএব সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধ অবশ্য ভাবী। যে কারণে সুকৌশলে ধনিক শ্রেণী চাইছেন কর্ম্মচারী সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে অর্থাৎ নূতন নিয়োগ বন্ধ করতে। এই কৌশল নিতে তারা বেছে নিয়েছেন প্রথমেই মধ্যবিত্ত কমজোরী সরকারী কর্ম্মচারী শ্রেণীকেই। বন্ধ করেছেন রেলওয়ে মেল সার্ভিসের সর্টিং সেকসন্। অর্থাৎ ট্রেনের ভিতর যে চিঠি বাছাই করা হতো সেই ব্যবস্থার অধিকাংশ বাতিল করে। আর, এম, এসের রাত্রির কাজ বন্ধ করে। ফলে অনেক কর্ম্মচারী উদ্বৃত্ত হবে। অবশ্য এখনই তারা ছাঁটাই হবে না তবু ভবিষ্যতের নিয়োগের পথ বন্ধ হবে। ডাক বিভাগেও ঠিক এই অবস্থা চলু করে সেখানে ওভারটাইম বন্ধ করে কাজের গতিকে শ্লথ করে দেবার চক্রান্ত করা হচ্ছে। ফল হচ্ছে চিঠি-পত্র, তার সবই বিলম্বিত হবে। সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে চাপ সৃষ্টি করবে এবং তখন ডাক বিভাগ ক চারীদের উপর দোষারোপ করে ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন দেখিয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ মানুষ কমিয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থার অত্যধিক ব্যয়ের সমতা আনার প্রচেষ্টা চল্‌ছে। এই অবস্থা চলবে বেশ কিছুদিন নিশ্চয়ই এবং ততদিন সাধারণ মানুষের এই দুর্গতিও চলবে এ কথা অবধারিত। কিন্তু এ কৌশল এত সুন্দরভাবে পরিকল্পিত হচ্ছে যে এর শিকার হবেন সাধারণ কর্ম্মচারীরা আপাততঃ। তারা মানুষের গালমন্দ সয়ে দুঃখ ভোগ করবেন। পরবর্ত্তীকালে যখন আবার যন্ত্র প্রভাবে এই ব্যবস্থা দূরীভূত হয়ে দ্রুততা ফিরে আসবে তখন মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাববে তারা দুঃখ ভোগ থেকে নিস্কৃতি পেলো। কিন্তু কেউ ভাবতে পারবে না কি নিদারুণভাবে তাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা যন্ত্রের কাছে ধনিক বনিক শ্রেণীর স্বার্থে বলি প্রদত্ত হলো। পরিশেষে আবার বলি—সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এ দেশ, কি বিচিত্র আমরা।

শিল্পীর সম্মান

জঙ্গিপুর : তরুণ সঙ্গীত শিল্পী প্রভাত সান্যাল '৮১-৮২ বর্ষে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের অধীনে কাব্য সঙ্গীতে সর্ব্বভারতীয় এম্ মিউজ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। '৭৭-৭৮ সালেও তিনি চণ্ডীগড় প্রাচীন কলাকেন্দ্র থেকে ভাবসঙ্গীত বিশারদে পূর্ব্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থান পান এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রভাত সান্যাল জঙ্গিপুরে গোপাল সান্যাল নামে সমধিক পরিচিত। '৮০-৮১ বর্ষে কলকাতার বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ থেকে নজরুল গীতির এম্ মিউজ (সঙ্গীত প্রবর) পরীক্ষায় যুগ্মভাবে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং স্বর্ণপদক পান। এ ছাড়াও তিনি '৭৮-৭৯ এবং '৭৬-৭৭ সালেও কলকাতা থেকে কাব্য ও রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং চণ্ডীগড় থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতিতে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম শ্রেণী পান।

গ্রামে গ্রামে যাত্রার আসর

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে যাত্রা উৎসবের খবর এসেছে। ছোটকালিয়াই অগ্রণী ক্লাব পরিবেশন করেন যথাক্রমে 'শাঁখা দিও না ভেঙে' ও 'মন্দির থেকে মসজিদ' পালা দুটি। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। প্রতিদিনই যাত্রা প্যাণ্ডেল দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ ছিল। পালা নির্দেশনায় ছিলেন অশোক দাস।

জোতকমল নবতরুণ সংঘ তিন রাত্রি পরিবেশন করেন 'প্রিয়ার চোখে জল', 'মা হলো বন্দী' ও 'সতী তুলসী' যাত্রা-গুলি। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন দুলাল সিমলান্দী।

সম্মতিনগর উদয়ন সংঘ 'বর্গী এলো দেশে', 'ময়লা কাগজ' ও 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নাটক-ত্রয় মঞ্চস্থ করেন। প্রতিদিনই প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।

দফরপুর যাত্রাতীর্থ কর্তৃক পরিবেশিত হয় যথাক্রমে 'অশ্রু দিয়ে লেখা' ও 'একটি গোলাপের মৃত্যু'। সেখানেও নাটক দেখতে ভিড় হয় উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশ্যে জুয়ার আড্ডা

বাণীপুর : জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের পার্শ্ব-বর্তী এলাকায় দিনে ও রাত্রে দিনের পর দিন জুয়ার আড্ডা বেড়েই চলেছে। পার্শ্ববর্তী কিছু দোকানদার ও কিছু অসৎ ব্যক্তি এ ব্যাপারে জুয়ারীদের সাহায্য করছে। এর ফলে বাইরের লোকেরা যারা মিঞাপুর ও তার আশ পাশের এলাকায় জিনিসপত্র কেনাবেচা করতে আসে তারা জুয়ারীদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। মনিগ্রাম, সাগরদীঘি এলাকার কিছু আদিবাসী পূজার আগে জুয়ারীদের পাল্লায় পড়ে পূজার কেনা-কাটা বাদ দিয়ে পকেট শূন্য করে চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ী গিয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় মানুষেরা এস, ডি, পি, ও-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস

ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর

পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী

ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,

পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭

ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮ তাং ২৪-৩-৭০

প্রাইমারী স্কুলের
ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন খাতা
ও প্রগতিপত্র
আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস

রঘুনাথগঞ্জ

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

সমবায় সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলুন

সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্যের জন্যই সমবায় সংগঠন। কৃষি কাজে, মৎস্য চাষে, ভোগ্যপণ্য সংগ্রহে, শিল্প স্থাপনে, গৃহ সমস্যা সমাধানে সমবায় সমিতিসমূহ যে ঋণ তাদের সদস্যদের সরবরাহ করেছে ইদানীংকালে বহুক্ষেত্রেই তার অনাদায়ের পরিমাণ সংগঠনের ব্যবসায়িক স্থায়িত্ব সংকটাপন্ন করে তুলেছে। প্রদত্ত এই ঋণের প্রায় ষোল আনাই সমবায় সমিতিগুলি অন্য সূত্র থেকে পেয়েছে। তাই এই ঋণ মকুবের কোন প্রশ্ন ওঠে না। বাইরে থেকে ঋণ হিসাবে এই টাকা পাওয়া যায় বলে এই সব কাজের জন্য রাজ্য সরকারের সীমিত অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই ঋণের ধারা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি বা মরশুমি ফসল ফলানোর প্রয়োজনে এ রাজ্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে যে অর্থ কৃষকদের সরবরাহ করা হয় তার সিংহভাগ আসে সমবায় মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতাকে নিশ্চিত করতে নতুন ঋণের প্রয়োজন। শুধুমাত্র পুরানো ঋণ পরিশোধ করলে নতুন ঋণ গ্রহণের অধিকার অর্জিত হয়।

সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে সব ধরনের সমিতির সদস্যগণ নিজ নিজ ঋণ পরিশোধে তৎপর হোন, প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের সুযোগ দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

পরিবেশ দূষণমুক্তিতে সহায়তা করুন

গাছ আমাদের পরম উপকারী বন্ধু। আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে যা যা দরকার, গাছ তার অনেকগুলোরই যোগান দেয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে গাছ বাতাসে ছেড়ে দেয় অক্সিজেন। কলকারখানার ধোঁয়া, মোটরগাড়ির ধোঁয়া, বাড়ির ও দোকানের উনুনের ধোঁয়া—এমন অনেক কিছু বাতাসে মিশে বাতাসকে নোংরা এবং বিষাক্ত করে তোলে। গাছ বাতাসের এইসব ময়লা শুষে নিয়ে বাতাসকে পরিষ্কার রাখে। গাছের শেকড় মাটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বলে বৃষ্টিতে বা বন্যায় মাটি ক্ষয়ে কিংবা ধুয়ে যায় না। গাছের এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে মেঘকে আকর্ষণ করার - কাজেই যেখানে বেশি গাছ আছে, সেখানে বৃষ্টিও বেশি হয়। এসব কারণে আমাদের সরকার বৃক্ষ রোপণে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

সর্বসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন : যেখানেই সম্ভব এবং যত বেশি করে সম্ভব গাছ লাগান এবং সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখুন। ছাত্রছাত্রী এবং যুবসমাজকে এই কাজে এগিয়ে আসবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।

এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন নং : ২৬২

চৌধুরী ভাই

১, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর

॥ চার্চের মোড় ॥

গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।

চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

অনাহারে ৩ জনের মৃত্যু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিমাই ভুঁইমালি (৫১)। নিমাই-এর বাড়ি নওপাড়া গ্রামে। সরজমিন তদন্তে প্রতিবেদকের কাছে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এই ৩ ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যুর বিবরণ। সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্ত্তী অবশ্য এই মৃত্যুর খবর অস্বীকার করেছেন। তার মতে, সাগরদীঘিতে পরিস্থিতি তেমন উদ্বেগজনক কিছু নয়। সি পি এম নেতা গিয়াসুদ্দিন মির্জা জানান, সাগরদীঘিতে খাদ্যাভাব নিয়ে মিথ্যে রটনা হয়েছে। কোথাও কোনো হাহাকার বা অভাব দেখা দেয়নি। এদিকে আমাদের এক প্রতিবেদক বেশ কিছু গ্রাম ঘুরে এসেছেন খুব সম্প্রতি। তার পাঠানো রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাগরদীঘির রুক্ষ মাটিতে এবারে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ধানও হয়নি। ফলন গড়ে দু'আড়াই মণের বেশী নয়। বহু জমির ধান আবার চুরিও হয়ে গেছে। বর্গাদারেরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। অন্ততঃ বিশ হাজার লোকের বর্তমানে কোনো রোজগার নেই। সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা চাঁদপাড়া, নওপাড়া, ঈশ্বরবাটি, সাহাপুর প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলির। সেখানে খয়রাত্রাণের কানাকড়িও খরচ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। সুযোগ বুঝে মিশনারীরাও তৎপর হয়ে উঠেছেন। তারা গম-চালের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে ধর্ম্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে খবর মিলেছে। জঙ্গিপুর প্রশাসনের জনৈক মুখপাত্রের মতে, মহকুমার ৭টি ব্লকের মধ্যে সাগরদীঘির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ।

পুরসভা নিয়ে জল্পনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলে সোরগোল উঠেছে। ১৫ সদস্যের পুরসভায় ৯ জনের সমর্থন নিয়ে আনা অনাস্থা প্রস্তাবে জয়ী হয়ে জঙ্গিপুরে সি পি এম পুরবোর্ড গঠিত হয় জুলাই মাসে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পুনরায় পুরসভায় যদি ক্ষমতাচ্যুতি ঘটানো হয় তবে সি পি এম রাজ্য-সরকারকে পুরসভা 'সুপারসিড' করার পরামর্শ দিয়ে পরোক্ষভাবে পুরসভা চালাবার চেষ্টা করবেন। পরিস্থিতি সেই দিকেই এগুচ্ছে বলে একটি বামপন্থীদলের ধারণা।

মাষ্টার প্ল্যান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে খোলা ড্রেন। নোংরা জল জমে যেমন দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত হয় তেমনি মশক কুলের বংশ বৃদ্ধি ঘটে। শহরের জঞ্জাল নিয়মিত সাফ হয় না। শুধু প্রধান রাস্তাতে টিউব লাইট আছে যার অধিকাংশ বর্তমানে অচল। আর একবার বালব ফিউজ হলে নতুন বালব লাগাতে মাসের পর মাস লেগে যায় বলে নাগরিকদের অভিযোগ। এই শহরে শিক্ষার সুযোগ অপর্যাপ্ত। শহরে ছেলেদের হাই স্কুল ১টি, মেয়েদের ২টি এবং ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই শহরের আশে পাশে কোন শিল্প নেই। অথচ এই শহর এবং আশে পাশে প্রচুর কাঁচা মাল। সেখানে কত শিল্পই না গড়ে উঠতে পারে। স্বভাবতই কৃষি ও চাকুরি নির্ভর এই শহরের অর্থনীতির খুবই সঙ্গীন দশা। সেটা শহরের বাড়ী ঘরের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। পয়সাওয়ালা এবং উচ্চ মধ্যবিত্তদের জন্য অভিজাত পল্লী গড়ে উঠেছে। একটি মাত্র হাসপাতাল। এক বিছানায় দু'জন করে রোগী। বহু রোগী শুয়ে আছেন মাটিতে। আর অগণিত কুকুর ওয়ার্ডের ভেতর ঢুকে রোগীদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য নিয়ে মারামারি করে। এই দৃশ্য কিছু অস্বাভাবিক নয়। পুলিশ কেসের আসামীরাও এইভাবেই পড়ে থাকে। এটাই এখানকার নিয়ম। হতশ্রী ধুলিয়ান শহরে বেড়াবার কোন জায়গা নেই। প্রবীণ মানুষেরা বলেন তাঁদের ছোটবেলার ধুলিয়ানের সাংস্কৃতিক জীবন যতখানি জমজমাট দেখেছেন আজ আর ততখানি দেখতে পান না। শহরের মান বজায় রাখতে গেলে চাই উন্নতি। যতদিন না এই সব শহরের সামগ্রিক উন্নতির জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী হবে ততদিন এ সব উন্নতি ফুটো পাত্রে জল ঢালার মত। তা ছাড়া শহরের মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে হলে এই শহরের পাশেই কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রধানের আচরণে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে এবং দলের ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে তাদের ধারণা। ইন্দিরা কংগ্রেস গ্রামে গ্রামে এ নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই প্রচার। তাদের সঙ্গে আর এস পিও যোগ দিয়েছে।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারার প্রাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও বলবর্দ্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।